ইসলামী-অর্থনীতি নির্ভর সামাজিক ব্যবসার-প্লাটফরম-১

সুদ বর্জিত লেনদেন-সুদ বর্জিত ক্রয়-বিক্রয়- সুদ বর্জিত-লভ্যাংশ শেয়ারিং-সুদ বর্জিত মুদারাবা পার্টনারশীপে ন্যায্য হিসাব অনুসারে লভ্যাংশের বন্টন। এটাই হল ইসলামের অর্থনীতির মুলনীতি।

সুদ শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষতিকর নয়। সুদী প্রথা হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষতিকর। তাই মানব সম্প্রাদায় কে অবশ্যই সুদ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। ইসলামী অর্থনীতিকে ব্যক্তি জীবনে প্রেক্টিস করতে হবে ও অপরকে উদ্ভুদ্ধ করতে হবে। সুদের কুফল থেকে রক্ষা পেতে চায় আজ আমাদের সকলকে একটি প্লাটফরমে দারিয়ে পারিবারিক সহয়োগীতার মাধ্যমে প্রাতিষ্টানিক একটি কাঠামো গড়ে তুলতে হবে- তবেই শক্তি, আসবে কল্যান-অবসান হবে অর্থনৈতিক বৈষম্যের।

আমাদের উপরের আলোচনার পরীপেক্ষিতে এখন একান্ত ভাবেই জানা এবং বোঝা দরকার- ইসলামী অর্থনিতি আসলে কি।

ইসলামী অথনীতি হল এখন একটি অর্থ ব্যবস্থা, যে অর্থ ব্যাবস্থা শরীয়তের বিধিনিষেধের জ্ঞানের আলোকে পরিচালিত হয়।

এখানে আল্লাহ পাকের দেওয়া অর্থ ব্যবস্থার বন্টন আহরনের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা এবং রাসুলে কারীম (সাঃ) সুন্নাহ ও হাদীছের আলোকে সুষম বন্টন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। ব্যবসাকে আল্লাহর গোলামী করা হয়। গোলামের পাপ্য আল্লাহ প্রদান করেন-এবং লভ্যাংশের অবশিষ্ট পাপ্য ব্যবসার উন্নয়ন মানব কল্যানে সুষম বন্টনের ব্যবস্থা থাকে, ন্যায্য প্রাপ্য থেকে কেউ যেন অজ্ঞাত হয়রানির স্বীকার না হয়। এই আকীদার মধ্যে থাকতে পারলে আমরা সুদের হাত থেকে বেঁচে শহীদের মর্যাদা লাভ করব। শুধু তাই নয়-ইহকাল ও পরকালে উভয় সময়েই ভাল থাকবো-আল্লাহ পাক ভাল রাখবেন-ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পরবর্তী দ্বিনের আলোচনা 'অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার অর্থ্যাৎ আদল এবং ইহসান অর্থ্যাৎ ইসলাম অর্থনীতি দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায় কি ভাবে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্টা হয়।

ইসলামী গবেষক (রেজাউল হক বিশ্বাস).